কৃষ্ণস্বর প্রত্যুষের

সোলায়মান আহসান

কৃষ্ণস্বর প্রত্যুষের

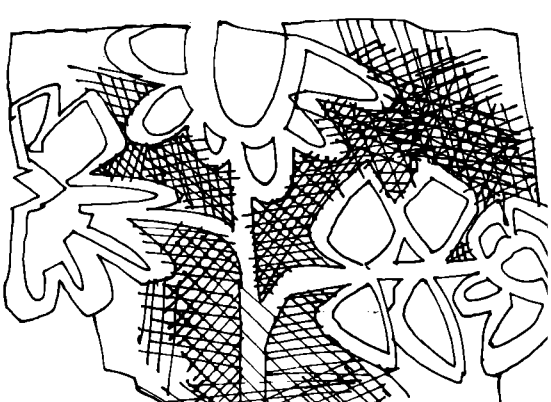

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কৃষ্ণস্বর প্রত্যুষের

সোলায়মান আহসান

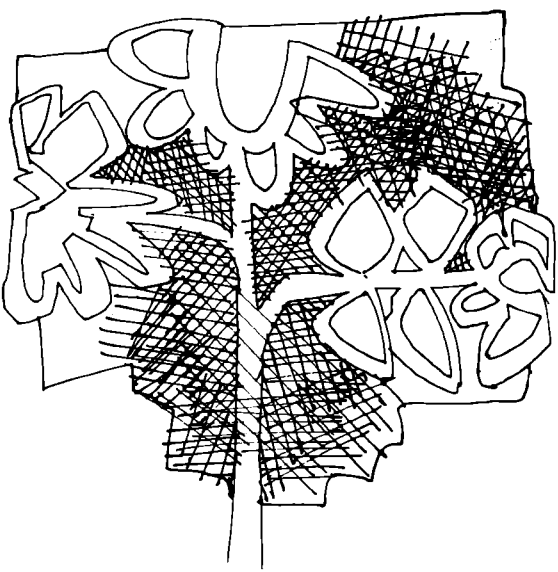

www.pathagar.com

উৎসর্জন

শরফ উদ্দিন চৌধুরী

আবুল মুনছুর

খোদেজা বেগম

শামসুন্নাহার

শ্রদ্ধাস্পদেষু

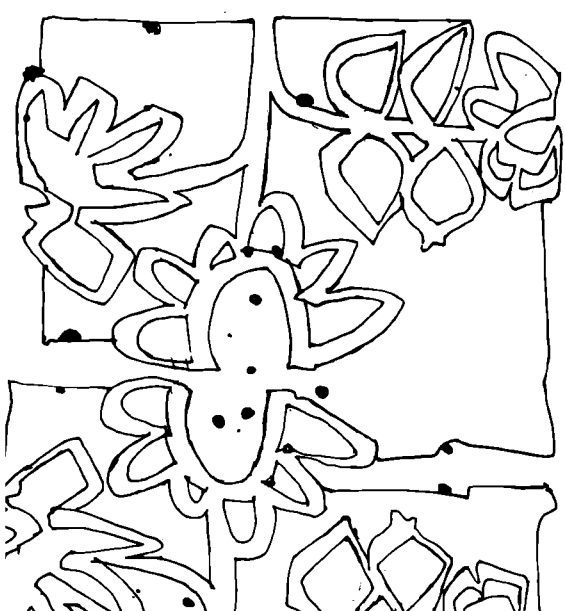

www.pathagar.com

কবিতা ক্রম

প্রভু হে	৯
সাড়া	১০
মৃত্যুঞ্জয়ী স্মরণিকা	১১
স্বাগত শব্দাবলী	১২
আত্মোপলব্ধি	১৩
যদিও গন্তব্য দূরে নয়	১৪
দৃষ্টি পাত	১৬
টানাপোড়েন	১৭
এক মাত্র ভাষা এখন	১৮
প্রতিবাদী পংক্তিসমূহ	১৯
সতর্ক উচ্চারণ	২০
বেঞ্জামিন মঁলায়েজের প্রতি	২১
ফিলিস্তিনীদের প্রতি	২২
ইন্দ্রিয়াতীত	২৩
মুর্শিদ তোমাকে	২৪
দাঁড়কাক	২৫
বন্যাঃ ১৯৮৮	২৬
খোলা চোখে দেখা	২৭
পরম সত্য	৩০

www.pathagar.com

ইঁদুরের প্রতি ৩১
মধুর রেস্তোরাঁ ৩২
অস্ত্র বিলোপ চুক্তিঃ ইত্যাকার ভাবনা ৩৩
অবোধ্য ৩৫
নব প্রাণের বার্তাবহ ৩৬
ফাল্গুন এলে ৩৮
নান্দনিকতা ১,২ ৩৯
প্রতিকৃতিঃ অনুভূতি জলে ৪১
ফাল্গুনের বৃষ্টি ৪২
অলৌকিক নির্ধারিত ৪৪
নিজস্ব ভাষা ৪৫
কি সুন্দর দম্ভ! ৪৬
পরিবর্তন, নিজস্ব নিয়মে ৪৮
স্মৃতি ৪৯
আজ তেমন যাত্রা ৫০
অন্তরঙ্গ অনুভূতি ৫১
কোন এক আমীরুল ইসলামকে ৫২
স্বাধীনতা এবং মুক্তিকে খুঁজছি ৫৪
সংসদ ভবন দেখে ৫৫

www.pathagar.com

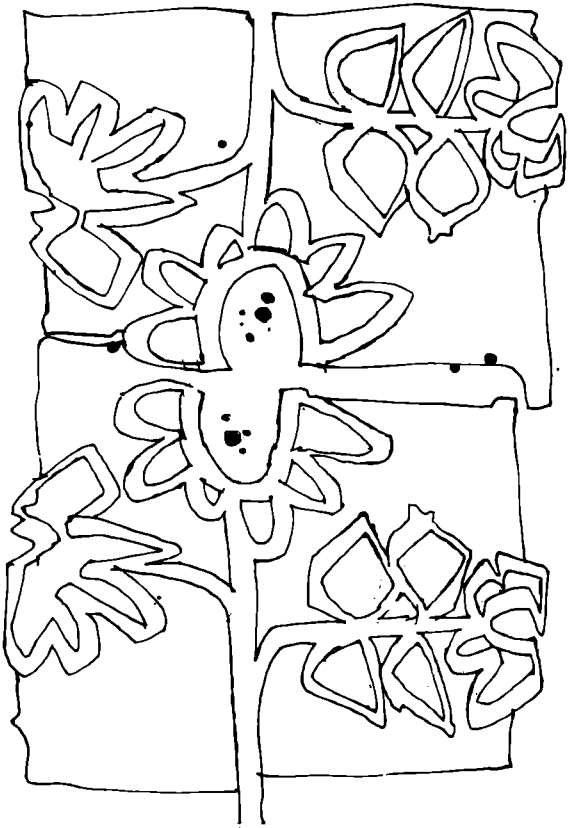

লেখকের অন্যান্য বই

দাঁড়াও স্বকাল বিরূপতা (কাব্য) প্রকাশিত

মগ্ন মোহন পতন (গল্প) অপ্রকাশিত

পাঁচ পয়সার হাসি (কিশের গল্প) অপ্রকাশিত

www.pathagar.com

প্রভু হে

নিজের মহিমা জারি করার নির্ভার আশা নিয়ে
উজ্জ্বল আলোক দিয়ে সৃজন করলে প্রভু জ্বীন,
তোমার করুণা-কীর্তি একদিন তারা ভুলে গিয়ে
মজেছিল পাপ পথে অস্বীকার ক'রে সেই ঋণ।

তারপর এলো ইভ আদম গন্ধম স্বাদ মুখে
পৃথিবীর জনপদে, স্বপ্নভঙ্গ, বিবর্ণ বিভূঁয়ে।
কেটেছে বছর-দিন তরঙ্গিত সুখে আর দুখে
ভুলেছে তোমাকে ফের, কূট সভ্যতার কাছে নূয়ে

তোমাকেই ভালবাসি তাই, দৃশ্যস্পর্শে হে পালক,
প্রার্থনায় নতজানু, বুকে বল, তুমি অশরীরী;
ধূসর আরব হ'তে দীপ্যমান হেরার আলোক
দেখায় সরল পথ, বেহেস্তের বাঁকহীন সিঁড়ি।

প্রভু হে, তোমার রাজ্যে অসত্যের দ্রুত লয় হোক
সভ্যতার নবসূর্যে জুড়াক তৃষিত দু'টি চোখ।

www.pathagar.com

সাড়া

প্রকৃতির দেহ হ'তে জীর্ণ বস্ত্র খসে একে একে
পত্রপুট শূচি হয় শূচি হয় নদ নদী ঝিল
সুনীল আকাশ ফুঁড়ে মৃত কোটি তারা ওঠে জেগে
স্বাগত জানায় প্রতি সৃষ্টিলোক হেসে খিল খিল।
করুণ বেহাগ বাজে দৃশ্য ছবি গন্ধময় সুর
পুলকিত বুকে তারি বহতা ঝরণা বয়ে যায়
কোন্ সে সুদূর হ'তে নেচে নেচে বাজিয়ে নুপুর
রেখায়িত মানচিত্রে পৃথিবীর সীমানা হারায়।

শরীরের রঙ কিবা ভাষার বিভেদ হলো লীন,
সমস্ত বিলীন হয়ে জনতার সামগান এক
ছন্দিত বিনীত স্বরে। ভ্রষ্ট আত্মা আলোকবিহীন
আলোক সত্তার স্পর্শে জেগে ওঠে হৃদয়-আবেগ;
বিশ্বাসের পুষ্প হ'তে অমিয় আতর প্রতিদিন
ছড়াবে সুগন্ধি ফের, জন্ম নেবে আত্মা অমলিন।

www.pathagar.com

মৃত্যুঞ্জয়ী স্মরণিকা

(শহীদ আবদুল মালেক স্মরণে)

কখনো দেখিনি তাঁকে অনুভবে পরিচিত খুব
হৃদয়ের কুঠরিতে বসবাস চেতনার ভিতে
সাহসী শব্দের নাম চিরচেনা, স্থিত-কম্পিতে
যার মুখে উচ্চারিত হয়েছিল তাবত বিরূপ
খোদাহীনতার প্রতি, নিরাপোষ বজ্র হুংকারে
ফিরাউনী স্বপ্নকে যে চেয়েছিল চূর্ণ করে দিতে
উড়াতে বিজয় বার্তা স্বার্থপরতার বিপরীতে
কায়েম করতে দ্বীন, সেই পূর্বজ্ঞাত অঙ্গীকারে।

যে স্বপ্নে বিভোর হয়ে জীবনকে গড়েছিল খাঁটি
ইস্পাতের তীক্ষ্ণতায় অকুতো অটল আপনাকে।
আর ছিল লম্বমান আপাদমস্তক পরিপাটি,
একটি আলিফ হয়ে জীবনের সাত দুর্বিপাকে।
সে এক কালের তটে, তার রক্তে সিক্ত হল মাটি
যে রক্তকণিকা আজো আমাদের সেই পথে ডাকে।

www.pathagar.com

কখন শিরীষ ডালে বিষন্ন দুপুরে ডেকেছিল
'কু' রবে বসন্ত দূত। জানান দিয়েছে প্রাণে প্রাণে
সমাগত দ্বারে আজ বসন্তের আনন্দ-বিষাদ!
কখন ফুলেরা জেগে কয়েছিল পরস্পর কথা
কী এক বিমুগ্ধ চোখে, ছড়িয়ে সুঘ্রাণ অন্তর্গত!
হৃদয়ে উষ্ণতায় শুধু তার পেয়েছি খবর
কিম্বা কোন শুচি ভোরে দক্ষিণ দুয়ার দিয়ে তুমি
অজস্র পাঁপড়ি ফুল ছড়িয়ে দিয়েছো আঙ্গিনাতে
বিমর্ষতা কেড়ে নিয়ে জাগিয়ে তুলেছো অগোচরে,
এগিয়ে চলেছে সেই মুগ্ধতার মোহন মিছিল।

স্বপ্নভারানত চোখে চেয়ে দেখি চলে উৎসব
অনাগত সম্ভাবনা ভর করে পদধ্বনি তা-রি
চারিদিকে সাড়া পড়ে, ঐ এলো ঐ এলো নবীনেরা
নন্দিত কাননে তাই আয়োজন বরণ উৎসব।

www.pathagar.com

আত্মোপলব্ধি

কোথা হ'তে শুরু করি–
স্বস্তি শান্তি যুদ্ধ আশ্বাস কিংবা চুক্তি?

বহুবার হেঁটে গেছি স্বপ্নের বসত পানে আমি
কিন্তু দুর্বিসহ জীবন দেয় নি আশ্রয় এতটুকু!
প্রতিটি নির্ভরতার দ্বারে দেখেছি জিঞ্জির
বন্দীত্বের অসহায় চিৎকার শুনেছি স্বস্তিময় প্রতিটি আশ্রয়ে
বিশ্বাসের প্রতিটি দ্বার দুর্বিপাকে দেখেছি হতশ্রী–
কূটীল স্বার্থবাদিতার ভ্রান্ত বেড়াজালে আবদ্ধ
তবে, কোথা হ'তে শুরু করি আমি?
জীবন দেয়নি জবাব।

যুদ্ধের কালবেলা সেতো সময়ের ক্ষেপন
কুচকাওয়াজে হেঁটে গেছি বহুবার,
ভেবেছি এখান থেকেই শুরু হোক,
'নেই' জেনে শুরু করে 'আছে'র প্রত্যাশায়
বিশ্বাসে এন্তার হেঁটেছি পথ
না, প্রতারণায় বিমুখ হয়েছি নির্মম!

আদিম বদান্যতা ছেয়ে আছে সর্বত্র
দেখেছি এইসব আঙ্গিনায়,
অথচ আমাকেই করতে হবে শুরু,
আমাকেই আঁকতে হবে বিমূর্ত ছবির ভুবনে
সচল চিত্রকলা জীবনের
শুদ্ধতা উদারতা আর ঘৃণা দিয়ে,
কেননা, সকল মহৎ সৃষ্টির উৎস-মূল ঘৃণা, হ্যাঁ প্রবল ঘৃণা,
তাই বিশুদ্ধ ঘৃণা হ'তেই আমি শুরু করতে চাই
সেই সাথে মিশিয়ে ক্রোধের পুষ্পাঞ্জলি।

www.pathagar.com

যদিও গন্তব্য দূরে নয়

চুপ! আমাকে নীরব থাকতে দাও
আমাকে ব্যস্ত করে তুলো না
বুঝে উঠতে দাও একটু চোখ রেখে
জীবনের অন্ধি সন্ধি খোঁজ নিতে দাও,
খামোখা চেঁচিওনা 'বিপ্লব বিপ্লব' বলে
আমাকে দেখতে দাও মানচিত্রের রঙিন রেখার আঁকিবুকি
বুঝতে দাও কোন রেখার কি অর্থ
আমাকে জানতে দাও সমুদ্রের তলদেশে কারা চলে
কারা ওড়ায় জাহাজের মাস্তুলে মাস্তুলে বিজয়ের নিশান
পরিমাপ করতে দাও সমুদ্র দেয়াল কতদূর

আমাকে ব্যস্ত করে তুলো না 'ভালবাসা ভালবাসা' বলে
চট-জলদি দেয়া নেয়ায় আমি বিশ্বাসী নই
ত্বড়িৎ বিনিময়ে পতন থাকে, অশ্রু থাকে
খোয়ানোর ইতিহাস থাকে, বিয়োগ বেদনা থাকে

আমাকে অধীর করে তুলো না
আমাকে মন্থন করো না, দুঃখ পাবে
কেননা আমি আছি সম্মিলিত এক স্রোতের প্রান্তিকে
যাকে তোমরা বলো, ক্রান্তিকাল-আমি তার উৎক্রান্তি চাই
আমি দু'টি পথের সন্ধি স্থলে আছি-যাকে তোমরা
নিরাপত্তা বলো

আমি তার ভাঙন দেখতে চাই,
এরপর চাই আস্‌সালাম....

www.pathagar.com

যার গন্তব্য নেই সে নিরাপদ নয়,
যার গতি নেই সে দুর্গতির মুখে অনিবার্য
যার ভালোবাসা নেই দুঃখ তার প্রতিবেশী জানি
আমরা এখন এমন কালে আছি
এমন এক সময়ের সাম্পানে
যেখানে গতি আর ধ্বংসের বিকল্প নেই
নেমে পড়ার কোন উপায় সেখানে নেই
পালাবার পথ নেই-কাঁটাতার ঘেরা চারিদিক

তাই এমন ঘোর কালে আমাকে অস্থির করো না
নিগ্রহ ডেকে আনবে
আমাকে মাতাল করো না
মৃত্যুর দানবিক ছায়াপাত দেখবে–
আমাকে একটু নীরব থাকতে দাও, নিশ্চুপ থাকতে দাও
যদিও বিজয় এবং বিলয় খুব দূরে নয়।

www.pathagar.com

দৃষ্টিপাত

(কাওসার হুসাইন কয়েসকে)

কিভাবে যাপন করি নিশ্চিত-নিমগ্ন কালবেলা
সময় ও প্রতিবেশ প্রতিকূল বেয়াড়া ভীষণ,
সুকুমার আঙিনায় পিশাচী সত্ত্বারা পরিপাটি
মৌরসী পত্তনে স্থিত নিয়োজিত বংশ পরম্পরা।

যৌবন পৌরুষ কিংবা মেধা ও প্রতিভা বিক্রি করে
রসনা যোগায় আর নির্বিকারে গড়ে স্বীয় সাজ–
হৃত রাজ-পুরুষের অধঃস্তন, উত্তরাধিকার
এদের কেউবা ভেবে অনুভবে আত্মসুখ পায়।

এমন দুর্জন যারা তাদের লিখনে ভবিষ্যত
(স্বদেশের হিতাহিত) রচিত হয়েছে পূর্বাপর।

কিভাবে নীরব থাকে শৃগালের কূট-আস্তাবলে
অভিজ্ঞ মনিব রেখে আপন শাবক আজকাল!
বিদ্যা নিকেতন জুড়ে তাদেরি অবাধ রাজ্যপাট
বিনাশে ব্যস্ত যারা গর্বিত ঐতিহ্য-ইতিহাস!

শব্দের বেসাতি করে অস্বচ্ছ জলের মাঝে তারা
চতুর শিকারী বনে করেছে স্বনাম বিকশিত
আর ক্রিত আত্মা দিয়ে আপন কীর্তির মমি গড়ে
শ্যাওলা জড়ানো ঘরে ব্যাভিচারী শব্দ ব্যবহারে।

www.pathagar.com

টানাপোড়েন

শুরু নেই শেষ নেই এক অন্তহীন খরস্রোতে
কোথায় চলেছি ভেসে ভালোবেসে বিমুগ্ধ আবেশে
তোমার আদেশ পেয়ে নিরুদ্দেশ পথের উদ্দেশে!
মনে হয় পৌতা আছে মৃত্যু তাতে তবু প্রতিপদে–
বিলিয়ে চলেছি প্রেম বন্দরে বন্দরে ফেরী করে;
জোটাতে পারিনি আজো প্রেমাস্পদ, শোভন পোশাক;
তোমার লেবাসে তার উপমান, এতোটুকু থাক্
তোমার আমার মাঝে সেতুবন্ধ, অন্তরে অন্তরে।

বিমুক্তি ঘটেনি আজো, প্রতিষ্ঠা পাবার পাছে মোহ
পারি নি ছাড়াতে, বাঁধা, জন্ম মৃত্যু আর সংসারে
তুচ্ছ করে হেঁটে যেতে পারি নি যে পথে, অন্ধকারে।
মনে হয় প্রতি পদে ফাঁদ পেতে আছে দুষ্টগ্রহ।

দারুণ কলিতে দেখি ছেয়ে গেছে সমস্ত ভূ-ভাগ
মানবিক দিকগুলো উপেক্ষিত এই ঘোর কালে
কাপালিকবৃত্তি দেখি চারদিকে নিত্য নবহালে
ইতর জীবের চেয়ে নীচতায় মানব সবাক্।

তবুও রয়েছি খাড়া, আর তুষ্ট হই শুনে রব
'পৃথিবী উচ্ছন্নে গেলো' বলে কেউ ক্ষোভে আর দুখে
নিজের জীবনটারে বাজি দিয়ে দাঁড়ায় সমুখে
অসত্যের যজ্ঞমূলে ঢেলে দেয় আল্লার গজব।

www.pathagar.com

একমাত্র ভাষা এখন

আমরা বড় ভাষা সমস্যায় কাতর
এ পৃথিবীটা ভাষা সমস্যায় ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে
হৃদয়ের ভাষা সেতো অনেক আগেই অবোধ্য, প্রাচীন
আচরণের ভাষা বিভক্ত কালের তটে
পোশাক আশাকেও নেই কোন নিজস্ব ভাষা
চোখে মুখে এখন বুকের ভাষা হয় না প্রকাশিত
এমন কি বোবা মানুষের মতো ইশারার ভাষাও অচল
পাঁচশত কোটি আদম সন্তান নির্বাক-ভাষাহীন হয়ে গেছে
তবু আমরা আছি
আত্মীয়–অনাত্মীয় শত্রু-মিত্রের অভিধায়
আমরা আছি
পরস্পর পাশাপাশি
মানচিত্রে, জলেস্থলে, অন্তরীক্ষে, রণভঙ্গিতে
আমরা আছি সবুজ চত্বরে, হলুদ ক্ষেত্রে, পাহাড়ে জঙ্গলে, চারু ভঙ্গিতে
উঁচু-নীচু ভেদাভেদহীন ভাষাহীন একটি সরল রেখায়;

পৃথিবীতে শুধু একটি ভাষাই আছে সচল
সবাই সেই ভাষায় কথা বলে, কথা বলতে চায়
জনপ্রিয় সে ভাষা হলোঃ অস্ত্রের ভাষা। বুলেটের ভাষা।

www.pathagar.com

প্রতিবাদী পংক্তিসমূহ

বিরূপ জীবনে হৃত ছন্দময় সুখের নিবাস
বুকেতে নিয়ত জ্বলে বেদনার জ্বলন্ত আগর
জীবনের স্বরূপতা তারি গন্ধে পথ খুঁজে পেলো
শিল্পের কৌমার্য শুষে শুদ্ধতার নিপুণ বিন্যাসে।

কতিপয় জলদস্যু নোঙ্গর করেছে নিজভূমে
আমাদের পতাকাকে বিপন্ন করতে উৎসুক
ঘরে ও বাইরে তারি আয়োজন চলছে ভীষণ,
আবার বানাতে ব্যস্ত মন্ত্রমুগ্ধ পুতুলের মতো।

তাদের মুখেতে ছু'ড়ে অভিশাপ ভর্ৎসনা থু থু
রক্তাক্ত পতাকা হাতে মানচিত্র আগলে উদ্বাহ
শাশ্বত বিশ্বাস বুকে এই আমি দেখো দাঁড়ালাম,
শানিত ইস্পাত আর সীসাঢালা প্রাচীরের মতো।

এবার বাড়ালে হাত নির্ঘাত হবে যে দ্বিখন্ডিত,
সজাগ রয়েছে তারা শপথের জ্বালিয়ে মশাল
সুদৃঢ় জনতা আজ সারিবদ্ধ মৃত্যুভয়হীন
'খামোশ! রয়েছি খাড়া, দু'টি হাতে উদ্ধত সঙ্গীন।

www.pathagar.com

সতর্ক উচ্চারণ

(আফজাল চৌধুরী শ্রদ্ধাস্পদেষু)

তোমার ভালবাসাকে সংযত করো, সংরক্ষণ করো

ভালোবাসা বিক্রি হয় যেনো জল প্রপাতের মতো
তুমি তা হতে দিও না
চারু সৌন্দর্য্য-প্রেমকে লালন করো, সংহত করো
প্রভুর করুণা পাবে তুমি

চারিদিকে চতুর বণিক আলখেল্লা পরে
ভালবাসাকে দ্বিখন্ডিত করছে, কিনে নিচ্ছে
একটি মস্থিত গোলাবের মূল্যে
তুমি তা হতে দিও না,

তুমি না জাগৃতি চাও,
তুমি না মানুষের উত্থান দেখতে চাও,
তুমি না পরম অপরূপকে পেতে চাও
স্বরূপের সন্ধানে বৃথাই ক্লান্তি এনো না তবে
তোমার ভালবাসাকে দিও না
চতুর বনিকের হাতে তুলে
কেননা মানবতার নীরব সংহারক তারাই–
তারাই প্রেম ও বিশ্বাসের ঘাতক
তাদের আলখেল্লার ভেতর শানানো ছুরি থাকে
তুমি তা জানো না তুমি তা জানো না।

www.pathagar.com

বেঞ্জামিন মঁলায়েজের প্রতি

জানি অনিবার্য মৃত্যুর কাছে মানুষ চির-পরাজিত
এবং বিভক্ত কালের কাছে অসহায় বড়,

জানি মানুষের প্রেম সেই মৃত্যুর সাথে বৈরিতায় বেগবান,
এও জানি কিছু কিছু মৃত্যু মহিম হয় মৃত্যুকে পরাজিত করে
এবং প্রেমিক, মৃত্যুর বন্ধুতা লাভে হয় ধন্য।

তুমিও ঠিক সেরকম মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলে
হে কালো মানুষের কবি!
শুধু জানলে না কি সখ্যতা পরমায়ু পেলো
তোমার মৃত্যুলাল রজ্জুটি কালের সীমায়।

তোমার মৃত্যুতে এ গ্রহের সভ্য মানুষ
যারা মানুষের সুকুমারকে লালন করতে চায়
তাদের হৃদয়ে হৃদয়ে একটা মানচিত্র আঁকা হয়ে গেছে,
দক্ষিণ আফ্রিকা।
জানি না স্পেনের লোরকার মতো তুমিও একদিন
আফ্রিকার কালো মানুষের প্রাণের কবি হবে কিনা!
তবে এতটুকু জানি, যে শপথ তোমার মুখ
থেকে উচ্চারিত হয়েছে মৃত্যুর দামে
তা একদিন তোমার মানুষকে বাঁচাবেই,
কেননা কোন মুক্তির জন্যই রক্তদান বৃথা যায় নি।

[বেঞ্জামিন মঁলায়েজ দক্ষিণ আফ্রিকার একজন তরুণ কবি। বর্ণবাদী বোথা সরকার বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে তাঁকে ফাঁসীতে ঝুলিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ কালো মানুষের বিবেকী কণ্ঠস্বর, গণতন্ত্রী ও তরুণ কবি সারা বিশ্বের নির্যাতিত ও সংগ্রামী মানুষের প্রতীক-চেতনা হিসেবে বেঁচে রইলো।]

www.pathagar.com

ফিলিস্তিনীদের প্রতি

কি লাভ প্রার্থনা করে প্রাণভিক্ষা হায়েনার প্রতি,
কেননা শ্বাপদ কভু মানুষের হয় না স্বজন,
কেবলি বিনাশকামী; সর্বদাই বিষাক্ত নখর
উঁচিয়ে রেখেছে ব্যেপে সুবিশাল ভূমধ্য সাগর!

আজ পুতঃ মরুভূমি নিদারুণ জ্বলছে বারুদে,
সিনায়ের প্রান্ত ঘেঁষে মুমূর্ষুর আর্ত হাহাকার
পৃথিবীর চৌ-দেয়ালে ব্যর্থ হয়ে ফেরে তা-রি ধ্বনি
অযুত বুকেতে তোলে বেদনার ক্ষুব্ধ উর্মিরাশি।

অথচ আরব কি'বা অনারব তৌহিদী জনতা
বিভেদের কাঁটাতারে আবর্তিত সার্কাসী শার্দুল
বৃথাই গর্জন করে; অতঃপর নিজস্ব সীমায়
খুঁড়ছে আপন গোর, ক্রমান্বয়ে নির্বিকার চিতে।

কি হবে সন্ধিতে বলো, আল্লাহ্‌র দ্রোহীদের সাথে,
বরং স্মরণ করো বদর, তাবুক, হুনায়েন
রচো ফের ইতিহাস রক্ত দিয়ে শতাব্দী দেয়ালে
যে লিখন জন্ম দেবে সত্যাশ্রয়ী বিজয়ী কাফেলা।

www.pathagar.com

ইন্দ্রিয়াতীত

কালো শেরোয়ানী পরা মাথায় কিস্তি টুপি
একজন সম্ভ্রান্ত লোক আমার ঘরে ঢুকলেন
তাঁর চোখগুলো শ্বেত পাথরের মতো উজ্জ্বল জ্বলছিলো
ঋজু দাঁড়ানো ভঙ্গিমা অবিকল নারকেল গাছের মতো
আর ব্যক্তিত্বে প্রকটিত মধ্যযুগের কোন্ সিপাহ্সালার

আগন্তুককে আমি কোথায় যেনো দেখেছি,
উনসত্তরের বক্তৃতা মঞ্চে?
চুয়াত্তরের ফুটপাতে?
পঁচাত্তরের বিজয় মিছিলে?
ঠিক মনে করতে পারছি না।
একবার মনে হলো আমি তাঁকে কোথাও দেখিনি
আমি যখন পরিচিতির এ্যালবামে খোঁজাখুজি করে প্রায় ঘর্মাক্ত
তখন তিনি মুখ খুললেন, এক জিল কোরআন দিতে পারেন?
আমি ইশারায় বসতে বলে তাকিয়ার 'পর হতে একখানা
তর্জমাসহ কোরআন এনে দিলাম;
তিনি ঝট্পট্ গিলাফ খসিয়ে ক্বিরাত শুরু করলেন–
'ফাবিহ্ আইয়্যে আলা-এ রাব্বি কুমা তুকাজ্জিবান....'
বাইরে বোশেখের উলট্-পালট্ বাতাস বইছিলো
বৃষ্টিও ছিলো সাথে
এমন রাত্রিতে আমার কবিতা চর্চা এগোয় না বলে
মধুর সে ক্বিরাত শুনছিলাম
মুহূর্তে আতর লোবানের গন্ধে আমার ঘর ভরে গেলো
ইন্দ্রিয়াতীত এক অনুভূতির সাগরে আমি সাঁতরাচ্ছি,
হঠাৎ কানে এলো, 'আস্ সালাতু খাইরুম মিনান্নাউম–
আমি আচমকিত শয্যা ছেড়ে উঠে দেখি
রাতের সে আগন্তুকটি আমার টেবিলে খোলা
'ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলনে বসে আছেন।

www.pathagar.com

মুর্শিদ তোমাকে

সমস্ত নগরবাসী তাঁর প্রতীক্ষায় উন্মুখ ছিল
তিনি আসবেন, মানবের মাঝে প্রত্যাশার আহ্বান নিয়ে
রাতভর সেই আনন্দে বৃষ্টি ঝরলো, সৃচি হলো ভোর
সমস্ত প্রকৃতি প্রাণী প্রার্থনায় নতজানু হলো, তিনি আসবেন বলে,
তিনি এলেন সমুদ্র মানুষের মাঝে আলখেল্লা পরে
হাতে তাসবীহ্ আল্লাহর প্রত্যাদেশ পথ ধরে
অথচ তাঁর আগমনকে বাধা দেয়া হলো
নগরবিহীন করা হলো নাগরিক অধিকার হরণ করে
অথচ তাঁর জন্ম এ সুনীল আকাশের ছাদের তলে
সবুজ বৃক্ষ ধানক্ষেত আর রূপালী নদীর স্রোতের মতো
তিনি বেড়ে উঠেছেন এ দেশে
সন্ধ্যার পাখিদের সাথে যার একদা ভাব বিনিময় হতো
হৃদয় বেড়ে উঠলো এক বিশ্বাসের বৃক্ষ-সবুজ
সে বৃক্ষ ছায়া বিস্তার করলো আটান্ন হাজার বর্গমাইল
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া
পদ্মা মেঘনা যমুনা সুরমার তীরে তীরে বেড়ে উঠলো
মানুষের বসবাস, তাঁবু
সুশীতল পানি ধুয়ে মুছে তার বদন করেছে শুভ্র ও পবিত্র
অথচ তার কোন পদচারণা নেই, মিছিলে মিছিলে নেই হাত,
মিথ্যে অপবাদে নগর বিমুখ করার প্রচেষ্টা চললো
কিন্তু তা ফলবান হলো না,
বিশ্বাসে প্রত্যয়ে তিনি বললেন,
আমি আছি, থাকবো, আমার অস্তিত্ব মুছে ফেলা যাবে না,
আর বাস্তবিকই তা সত্য
কেননা কোটি জনতার মাঝে তিনি বসবাস করেন।
আর এ জনতার মুর্শিদ তিনিই।

www.pathagar.com

দাঁড়কাক

আঙ্গিনার চারিধারে ফের কেনো ঘুরো দাঁড়কাক?
তোমার দেহের মাজা কালো চিক চিক কোমলতা
অথবা বিশুষ্ক স্বর হ'তে ঝরে পড়া কা-কা ডাক
পারে না কাড়তে মন বাড়ে শুধু ক্রোধ-চঞ্চলতা।

তোমার দেহের রঙ রাত্রির ভীষণ অন্ধকার,
স্মরণ করিয়ে দেয় বিভীষিকা বিজ্ঞাপিত ডানা,
মানুষ-পশুতে মিশে হয়েছিল সব একাকার
সেদিন দেখেছি রূপ এদেশেও দিয়েছিলে হানা।

ডাষ্টবিন হয়েছিল মানুষের বাঁচার আধার
শিরিষ গাছের ডালে বসে তুমি চিবিয়েছো হাড়
মানুষের। নির্বিকার চিত্তে, তুমি এসেছো আবার?
সময়-কার্ণিশে বসে ফের হর্ষ করছো প্রচার?

তৃতীয় দুনিয়া জেনো, আজ বড় সচকিত, আর,
এবার শুনছি কণ্ঠে তোমারি মৃত্যুর ধ্বনি তার।

www.pathagar.com

বন্যা ঃ ১৯৮৮

আমার কিছু স্বপ্ন ছিল, স্বপ্ন বোনার খামার ছিল
পাওয়ার আশা, দেবার মতো আমার কিছু স্বজন ছিল
আমার কিছু গল্প ছিল, গদ্য এবং পদ্য ছিল
ভালোবাসার পাত্র ছিল, বিষয় এবং আশয় ছিল
কল্পকথার ফানুস ছিল, হারিয়ে যাবার দ্বন্দ্ব ছিল
আমার কিছু দুঃখ ছিল, দুঃখ পরাজিত ছিল
হারিয়ে পাওয়ার সুখটি ছিল, জমা-খরচ হিসেব ছিল
লাঙ্গল-জোয়াল কাস্তে ছিল, ভিটে এবং মাটি ছিল।

এখন আমার কিচ্ছুটি নেই, দুঃস্বপ্নে দিন যে কাটে
হালের বলদ ঘটি-বাটি-বসত-বাটি কাস্তেও নেই
ফসল বোনার মাঠটি লোপাট, বীজের ধানও ভেসে গেছে
কালো অজগরের মতো ফুঁসে ওঠা বানের পানি
ছিনিয়ে নিলো বেবাক কিছু এখন আমি হারিয়ে সকল
ত্রাণ শিবিরে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকি নিরবধি,
অথৈ জলে অমার স্বপ্ন ভাঙ্গে-চুরে উথাল-পাথাল
চোখের জল আর বানের পানি নিত্য মিশে হয় একাকার
আমার বুকে বাড়ে জ্বালা, এ দুঃখ জ্বালা কেউ দেখে না।

রিলিফ আসে রিলিফ আসে প্রতিক্ষাতে প্রহর কাটে
আমার এখন অষ্ট প্রহর বুকের মাঝে নদী ভাঙ্গে
নদী ভাঙ্গে, শরীর ভাঙ্গে, ভাঙ্গে আমার স্বপ্নগুলো
ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে তবু আমি দাঁড়িয়ে আছি এই এখনো।

www.pathagar.com

খোলা চোখে দেখা

যখন পথে চলি
খোলা চোখে যা সব দৃশ্য দিবালোকে স্পষ্ট ধরা দেয়
তছনছ করে দেয় হৃদয়ের ধূসরিত মাঠ
দাঁড়াই থমকে, চোখ বন্ধ করি
তখন স্বপ্নেরা উড়ে উড়ে আসে, করে খেলা
দেখি, আমি এক বালক বয়সী, যার–
খেলনার মতো খুব প্রয়োজন গুলী ভরা
একটি ধাতব নল
এবং তাবৎ বারুদের কোষাগার মুষ্টিবদ্ধ;
অথচ আমি, এই আমি
যখন বাড়াই পা, উঁকি দিই আকাশে
শূন্যতার মাঝে দোল খাই
যেনো অবুঝ শিশুটি আছি শুয়ে
দে দোল দে দোল খাই উলট-পালট,
আর তখন বিপ্লবের পতাকাটি ধরিয়ে দেয় হাতে
সাম্রাজ্যবাদীর কোন্ লেবাসি মহাত্মা!

আমার বুকের মাঝে একটি পুরুষ করে বাস,
যার হাতে ধরা এক শোভন গ্রন্থ
আমি কি করে ধারণ করি তাকে!
যেখানেই স্থাপন করি এই হাত, এই অনাদি হাত
লাল পিঁপড়ের দল উঠে আসে,
কামড়িয়ে কামড়িয়ে করে ক্ষত-বিক্ষত।

যে গাছ, আমার বয়সকে ধারণ করে ইতিহাস হলো
যে দীঘি, গাঢ় ম্লানিমা বুকে সময়কে করছে প্রচার

www.pathagar.com

আর যে ঘর, গেলাফ চড়িয়ে আমি প্রতিদিন
লম্ববান হই ইতিহাসে
ঠিক তেমন যোগ্য স্থান কোথায়!
যেখানে রাখবো এই গ্রন্থ, এই প্রেম-স্বাক্ষী হাত!

আমার এ পোড়া চোখ,
অবাধ্য এ চোখ, দেখে প্রতিদিন
রাজপথে জেব্রা ক্রসিং দিয়ে হেঁটে যায় খন্ড খন্ড মিছিল
সন্তর্পণে পাড়ি দেয়, উঠে আসে অদৃশ্যে ফুটপাথে তারা,
আবার কেউবা দাঁড়ায় মঞ্চে, মুখোমুখি,
তুমুল শ্লোগান মুখর জনতার মাঝে;
আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করে
পেছন দরোজা দিয়ে নেমে যান নিরিবিলি
বাতাসে উড়িয়ে এসেন্স সাম্রাজ্যবাদীর।

জনতা এখনো সরব
মিছিলে প্ল্যাকার্ড হাতে
ধরে থাকে দিন বদলের শ্লোগান,
জনতার সারি, উল্লাস, করতালি, বলুন বলুন...
তারস্বরে চিৎকার, খামোশ, পাগল পাগল, হট্টগোল
শব্দ, শুধু শব্দের বাজি ফাটাফাটি।

তবু, জীবনের কাছে আমার আছে ধার
পরতে পরতে জমাট ঘামের বিন্দুরা বিস্ময়,
কি করে থামাই তাকে, অবুঝ বালক সে পেরুবেই
সেই লোনা চকচকে দেয়াল।

দেখি, আরেকটি মিছিল ধেয়ে আসে
মধ্য রাজপথে, ব্যারিকেড দিয়ে দাঁড়ায়

www.pathagar.com

সারি সারি সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার
শ্লোগান মুখর হাত উত্তোলিত হয়
কেউবা দাঁড়ান খুব কায়দা মাফিক, সম্মুখ বরাবর
নিশ্চিত আগামী দিনের সংবাদে, জনতার মাঝে
নিজেকে চিহ্নিত করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলবেন!

আমি তখনো শূন্যতার দোলায় দোল খাই
একটি আদিম পেন্ডুলামের মতো
আর চেয়ে দেখি, ট্রাফিক আইল্যান্ডে জ্বলা রেড-সিগন্যাল।

www.pathagar.com

পরম সত্য

(মতিউর রহমান মল্লিককে)

অনেকেই ভাঙ্গতে জানে, গড়তে জানে ক'জন
স্বার্থবাদিতা মুক্ত হয়ে হতে পারে স্বজন
এমন আছে ক'জন?

চারদিকেতে চতুর দৃষ্টি, ফতুর করার জন্য
মানুষের এ আঙিনা করে শ্বাপদ জনারণ্য
এবং ভীষণ বন্য!

বোঝার উপায় নেই যে এদের নকল কিংবা খাঁটি
মুখের ভাষণ মিষ্টি মধুর চলন পরিপাটি
করল সবই মাটি।

অনেকেই ভালবাসতে জানে কিন্তু তেমন নয়;
ভালবাসায় রয় না কোন শর্ত-বিনিময়
চির সুন্দরময়!

অনেকেই হাসতে জানে, তেমন হাসে ক'জন
যে হাসিতে পাপ থাকে না, থাকে মুক্ত মন
পারে সে ক'জন?

চারদিকেতে অট্টহাসি, হরেক রকম হাসি
হাসতে হাসতে চালায় ছুরি, দেয় যে গলায় ফাঁসী
বলে ভালবাসি।

অনেকেই কাঁদতে জানে, তেমন কাঁদে ক'জন
যে কাঁদাতে বুকের ব্যথা হয় যে প্রশমন
এমন কাঁদে ক'জন?

অনেকেই.....

www.pathagar.com

ইঁদুরের প্রতি

পালাতে পারবে নাকো সেপথ আবদ্ধ করা-পাছে
এবার কোথায় যাও লেজটি উঁচিয়ে সোনাচাঁদ,
সকল ফোকল-ফাঁকে মোতায়েন করেছিত ফাঁদ
বাদর নাচের সাজা আমার জানাই সব আছে।

রাতের আঁধারে তুমি বিনাশের ধ্বজাখানি ধর,
ভেবেছো তাতেই বুঝি একদিন কামিয়াব হবে
তোমার ধারাল দাঁত ভাঙ্গবই ভাঙ্গবই তবে,
'সবুরে মেওয়া ফলে'-রয়েছি নীরব তাই বড়।
আমার জমানো পত্র-পত্রিকা এবং মূল্যবান
ঐতিহ্য লিখন-লিপি ইতিহাস গ্রন্থরাজি-ওরে,
ভেবেছো সকল কিছু ছিঁড়ে-খুঁড়ে কুটি কুটি করে
ইঁদুর রাজত্বে তুমি উড়াবে বিজয় ধ্বজা খান?

এসব সকল ফন্দি-ফিকির-যিকির মুখরতা
ধরেছি অনেক আগে, এবার পালাও দেখি কোথা,
তোমার বিনাশ কাছে পাতি পাতি খুঁজো কি অযথা
ইঁদুর কলের ফাঁদ সকল ফোকলে শুধু পোঁতা।

www.pathagar.com

মধুর রেস্তোরাঁ

অতিতুচ্ছ খবরও সিক্ত হয় প্রাণপূর্ণ রসে
এখানে অলীক যতো সংবাদ বিনিময় বসে।
তুড়ির আঘাতে বাজে মৃত্যু-ধ্বনি চায়ের আসরে
জবর খবর খোঁজে এসে সবে বসে নড়ে চড়ে।

বিদেশী জাহাজে এলো কত টন চাল গম চিনি
অথবা ঝুলিয়ে ফাঁসি মরেছে সে কোন্ অভাগিনী
ক্যাম্পাসের মেয়েটি কে চেহারায় পারভীন ববি
তারই প্রেমেতে পড়ে 'ছ্যাঁকা' খেয়ে হয়েছে কে কবি,
কোন্ শাড়ী উপহারে মেয়েদের মন যাবে রাখা,
তারুণ্য-প্রতীক হয়ে ফ্যাশানের কোন্‌টি খামাখা,
সুগন্ধি ছড়িয়ে কেউ পাশ কেটে চলে গেলে মৃদু
তারি ব্রান্ড নিয়ে চলে বিতর্ক ভীষণ শুধু শুধু।
কোন্দলে বিভক্ত হবে কোন দল কার আগে পরে
এ সব বিষয় নিয়ে তুমুল ঝগড়া-ঝাটি করে
কখনোবা হাতাহাতি পরস্পর জমায় ভীষণ
মধুর রেস্তোরাঁ হতে শুরু হয় দল বিভাজন।

কাটায় প্রহর কতো মূল্যবান জীবনের লনে
পরস্পর মুখোমুখি উদ্দেশ্যবিহীন আনমনে।
প্রতিদিন কতো জনে কতো কথা যায় বলে যায়
এইখানে অকপটে নিয়ত মধুর রেস্তোরাঁয়।

www.pathagar.com

অস্ত্র বিলোপ চুক্তি ঃ ইত্যাকার ভাবনা

ওঁরা বৈঠকে বসলেন।
ওঁরা মানে বিশ্বের দুই পরাশক্তির নেতা
গোটা বিশ্বের দু'ভাগের জনতা ওদের সমীহ করে
না, ভুল বলা হলো, ভয় করে-ভীষণ

ওঁরা মুখোমুখি হলেন
রাশি রাশি আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ক্রুজার এসডিআই নিয়ে
তাবৎ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি হলো নিবদ্ধ ওঁদের প্রতি,
শান্তির মহাবাণী প্রচারের জন্য?
মানবের আস্থা কুড়ানোর আশায়
জীবনকে বাঁচাবার জন্যে?

তাই ওদের বৈঠকের প্রচারণা হলো একটু বেশী
একটু বেশী পানাহার চললো
একটু বেশী হাত ধরাধরি
একটু বেশী বেলাজ ঘনিষ্ঠতাও;
বক্তৃতার দৌড়ে একটু বেশী ছুটোছুটি
বিশ্বাসযোগ্যতার নিপুণ আয়োজন ছিল

অবশেষে ওঁরা স্বাক্ষর করলেন আণবিক অস্ত্রের
এক নতুন কলম দিয়ে নতুন বিশ্বাসের দলিলে
নতুন প্রত্যয় সম্ভাবনার নীল কপোত উড়ালেন দু'জোড়া হাত।
স্নিগ্ধ হাসির গন্ধ ছড়ানোর সাথে সাথে
জ্বলে ওঠলো শত শত ফ্লাশ লাইট
ইথারে ছড়িয়ে পড়লো আর যুদ্ধ নয়, শান্তি...
পূর্বজন্মের এক সুবাসিত কর্পূর বাণী
দাঁতাত আঁতাতের যুগে যোগ হলো নতুন দ্যোতনা

www.pathagar.com

তবু কোথায় যেনো সকল আশ্বাস-বিশ্বাসের মাঝে
মানবের দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল,
সে দীর্ঘশ্বাস সাগরে সাগরে মন্থিত হয়ে তুললো প্রবল ঊর্মি
আমি তার প্রচন্ড নিনাদ শুনতে পেলাম;

আর ওঁদের মস্তিষ্কগুলোত কম্প্যুটার অধীন
যার ভাষা কখনো মানবের নয়-দানবের।

www.pathagar.com

অবোধ্য

না দিবস না রাত্রি
না অন্ধকার না সূর্যালোক
না শূন্যতা না পূর্ণতা, না টান টান নির্ভার জীবন
এমন এক পৃথিবীতে আছি।
জীবন এবং মরণ খুব ঘনিষ্ঠ মনে হয়
অফুরন্ত ক্ষয় আমাদের ক্রমাগত অতলের দিকে টানে
তবু একরাশ আনন্দ নিয়ে আছি
বেঁচে আছি বেঁচে থাকা যায় বলে এমন আনন্দে

না প্রেম, ভালোবাসা আমার বোধের অতীত
আমি আছি, আছে অবিচ্ছিন্ন দুঃখ
সকল প্রান্তিক যোজনাতে আমি দাঁড়িয়ে
সকল উৎসে আমি
পতনেও স্থিতধি আছি
আছি এ আমার অস্তিত্বের গর্ব
তবে সুস্থির নই
জীবন না মৃত্যুর কাছাকাছি!

www.pathagar.com

তুমি এলেই সকল সুস্থির আয়োজন পণ্ড হয়,
শামিয়ানা ছিঁড়ে যায়, বরণ উৎসব হয়
এলোমেলো সেই সাথে।
কবিতার পাণ্ডুলিপি ওড়ে মাতাল হাওয়ায় ছিন্ন হয়ে
হঠাৎ বিদ্যুতহীন শহর জানান দেয় তোমার উপস্থিতি
এক টুকরো মোমের খোঁজে শত শত আঙুল তখন
ক্লান্ত হয় পঞ্জিকার পাতা উল্টিয়ে

নক্ষত্রহীন আকাশে তোমার চোখের দ্যুতি
কেড়ে নেয়, জনতার সকল স্বস্তি,
জীবন ফিরে যায় আদিম সভ্যতার কাছে
যেনো ফিরে যাচ্ছে সময়ের পিঠে পিঠ রেখে
ক্রমশঃ গুহা জীবনের দিকে।
তুমি এলেই কেবলি হাঁস ফাঁস, বুকের ধুক্ পুক্ বাড়ে
বেতারে বেজে ওঠে তোমার সংকেত ধ্বনি
চারিদিকে মাতাল জীবনের সাড়া পড়ে যায়
প্রাণে প্রাণে ধ্বনিত হয় 'আল্লাহ' 'আল্লাহ'
হৃদয়ের পরতে বাজে মরণের ফিস ফিস ধ্বনি।

তুমি এলে নূরু মাঝির পাল ছিঁড়ে মাঝ দরিয়ায়
বকুল তলায় বসে আনন্দের পসরা
মসজিদে শিরনী বাটে প্রতীক্ষিত হাতে-আর
বাঁশ বাগান নৃত্যে বিভোর হয়ে পথিকের গতিরোধ করে
তুমি এলে খবরের পাতায় অজস্র জীবন সংহারের সংবাদ হয়ে।
তুমি এলে পথিকেরা জড়ো সড়ো হয়ে মাঝ পথে হারায় গতি
তুমি এলে আমার মায়ের উদ্বেগ বাড়ে
সপ্তাহন্তে চিঠিঃ ঝড় দেখে চলো বাবা, আরো কতো কি....

www.pathagar.com

অথচ তুমি এলে আমি খুশী হই বড় বেশী
কেননা তোমার আসার ছন্দে আছে প্রলয়ের উচ্ছাস
স্থবির প্রাণের মাঝে তুমি তোলো বল্গাহীন কাঁপন
তুমি তাই এসো একবার নয়, শতবার এসো
এসো, এ প্রাণহীন বিরান জমিতে নব প্রাণের বার্তাবহ হয়ে।

www.pathagar.com

ফাল্গুন এলে

ফাল্গুন এলেই আমার নাসারন্ধ্রে রক্তের ঘ্রাণ হানা দেয়
কেমন বিড় বিড় করে নাকের ভেতর রক্তের ঢেউ খেলে
কেবলি মনে হয় কোথাও কোন রক্তপাত ঘটছে
মানুষের মৃত্যু চিৎকার, বাঁচাও বাঁচাও ধ্বনি কানে আসে।

ফাল্গুন এলেই আমার বিষন্নতা বেড়ে যায়
ধূসরিত জনপদে একটা 'হায়ের ধ্বনি' যেনো বেজে চলে
আমার বুকের শূন্যতা বাড়ে,
কেমন পতন মুখী মনে হয় নিজেকে।

ফাল্গুন এলেই আমার রনাঙ্গনে যেতে ইচ্ছে করে
মনে হয় সমস্ত পৃথিবী একটি রণাঙ্গন
আফগান মুজাহিদের মতো ইচ্ছে জাগে রকেট লাঞ্চার
কাঁধে তুলে দূর দুর্গম পথ পাড়ি দিই.....

ফাল্গুন এলেই আমার মায়ের কথা বেশী মনে পড়ে
সেই মা, বত্রিশ বছর আমি যার মমতা পান করে আসছি
অথচ অকৃতজ্ঞ আমি, আমি তার ভাষা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি
আজো

ফাল্গুন এলে আমার জনকতুল্য একজনের কথা বেশী মনে পড়ে
ভাষার দাবীতে যিনি একদা সংগ্রাম করে
এখন নির্বাক জীবন কাটান আপন চৌহদ্দিতে।

ফাল্গুন এলে আমার নতমুখী লাল জবার কথা মনে পড়ে
কেননা আরেকটি মুখ আচ্ছন্ন থাকে তাতে।

www.pathagar.com

নান্দনিকতা

১

আমায় যদি বাসতে ভালো অবোধ ভালোবাসার মতো
যে ভাষাতে রয়না কথা, অশ্রু ঝরায় অবিরত
তেমোন ভাষা ভালোবাসা হৃদয় মাঝে করছে যে বাস
চোখের মাঝে জ্বলছে তারা অন্তরাতে হা-হুতাশ।

আমায় যদি টানতে কাছে দুরাকাশের স্বপ্ন বুনে
হারিয়ে যেতাম হারার মাঝে শূন্যতাকে গুনে গুনে,
এক শূন্য নেই যে তুমি, দুই শূন্য হাত বাড়িয়ে
একটি সরল ভালোবাসা নদী হয়ে যায় হারিয়ে।

আমায় যদি রাখতে পুষে অমল ধবল হৃদয় কোণে
বনের স্বভাব চপলতা রেখে দিতো সঙ্গোপনে
সেই স্বভাবি রইলো চির, চিরায়ত পৃথিবীতে
ফিরিয়ে তারে আনলো না কেউ, কোমল হাতের হাতছানিতে।

২

তোমায় ভালবেসেছি আমি ভালবাসনিকো আমারে তাই
গভীর বেদনা মিশে আছে নীল আকাশ বুকেতে মেঘ উড়াই
মিশে আছে দুখ সমুদ্র বুকে, পাহাড়-বুকেও জমাট তারা
অরণ্য নীল নীলাকার হলো গভীর মমতা বেদনা ছাড়া!

তোমায় বুকে পুষছি বলে চোখেতে অঙ্গার জ্বলে সদাই
তপ্ত 'লু' হাওয়ার মতোই হৃদয়তে বাজে শোক শানাই,
পৃথিবীর যতো ধূসরতা আছে, কূটীল গাঢ় ও অন্ধকার
এবং বিরস শব্দমালা আমার দুঃখের নিয়েছে ভার।

www.pathagar.com

ছিলো লালিত্য সুষমা তাদেরো, ছিলো আনন্দ হাসি ও গান
না পাওয়ার ঐ বেদনাতে তারা হতচকিত ও মুহ্যমান
জানি না পৃথিবীর হাসি ও গান লুপ্ত করার এ অপরাধে
তোমার সাজা কি হবে না কভু, আমিই একাকি বইবো ভার?

যদি কোন দিন শুনি এ কথা দুঃখ পেয়েছো একটি বার
আমার কথাটি মনে পড়াতে চোখের পানি ঝরেছে আর
সকল দুঃখ সন্তাপ আমি ভুলে যাবো ঠিক ঠিক তখন
এবং পৃথিবী হাসবে আমার, ফিরে পাবো ফের প্রাণ ও মন

www.pathagar.com

প্রতিকৃতি ঃ অনুভূতির জলে

তোমার চোখের দু'টি তারা
অমন করে জ্বলছে কেনো?
উদাস করা হাওয়ায় এ বুক
বিড়ম্বিত কাঁপছে যেনো!

চোখের মাঝে অতল তলে
শ্যাওলা গাছের মাতম দেখে
জলের ওপর প্রতিচ্ছবি
কাঁপছে যেনো থেকে থেকে।

তোমার সুখের আদ্য-ক্ষর
জলের ওপর অসঙ্কোচে
ঢেউয়ের তালে দে-দোল দোলে
কাব্য কথা যাচ্ছে রচে।

সেই কাব্য হয়নি পড়া
পড়ুয়াদের সঙ্গে আছি
দিন-রাত্রি কাটাই একা
স্বপ্নে, কিবা মাঝামাঝি

www.pathagar.com

ফাল্গুনের বৃষ্টি

হামিদ ভাই বললেন, আজ বৃষ্টি হবে
বড় বেশী ধূসর প্রকৃতি
রুক্ষতায় গাছ-পাতা মলিন বড়, তাই বৃষ্টি হবে
বৃষ্টি হওয়া চাই প্রকৃতির নিয়ম মাফিক;
হামিদ ভাই বললেন, বুকে জমে ওঠা বেদনার মেঘ
যেভাবে চোখ থেকে বৃষ্টি ঝরায়
ঠিক তেমনি বৃষ্টি হবে আজ
কাঁদবে আকাশ, শুচি হবে প্রকৃতি।

একটু পর ঝটিতি বাতাস এলো, ঘূর্ণি বাতাস
ধূসরিত করে দিলো সকল রাজ্যপাট
টেবিলের কাগজ, টুকিটাকি ঝরে পড়লো টুপটাপ
অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি মাতাল হাওয়ায় চরকির মত ঘুরতে থাকলো
যেনো উড়ে উড়ে চলে যাবেই মহাশূন্যে
আমাদের চোখ মুখ শরীরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলো ধূলো
দুষ্ট মেয়ের মতো খিল খিল হাসিতে;

হামিদ ভাই বললেন, আজ বৃষ্টি হবে
প্রকৃতির নিয়মে কোন বিরোধ নেই, তাই বৃষ্টি হবে
চাতক পাখির মতো তাঁর কণ্ঠে নিষ্ঠা ছিল
প্রেমিক সত্বার নিবিষ্ঠতা ছিল হয়তোবা!

এরপর বিষণ্ন দুপুর গড়িয়ে গেল
হৃদয়ের জনপদে এলো ঘূর্ণি
স্মৃতির পাতারা গেলো উড়ে
আর আকাশে জমলো কালো মেঘ
কামাহত তরুণীর মতো তার মুখ, কেবলি ফুঁসছে
ঠিক তখনি পেলাম শরীরে শীতল স্পর্শ

www.pathagar.com

বৃষ্টি এলো বৃষ্টি এলো, ফাল্গুনের প্রথম বৃষ্টি
বৃষ্টির পাখিরা নাচানাচি করে জমালো আসর
মুহূর্তে মুছে দিলো প্রকৃতির গাঢ় বিষণ্নতা!

বৃষ্টি ধোওয়া আকাশ, সবুজ পত্রালি, হলুদ দেয়াল
আকাঙ্খার অগ্নিতেজে শুচি সুদ্ধ জেগে উঠলো
শুধু আমার বুকের জনপদ রইলো ধুসরিত
বেদনার মেঘপুঞ্জ তখনো জমেনি বলে।

www.pathagar.com

অলৌকিক নির্ধারিত

(ফরিদ আহমদ রেজা শ্রদ্ধাস্পদেষু)

সেদিন সকালে ছিল চারিদিকে ম্লান অব্যক্ততা
মানুষের চোখে মুখে তারি ছাপ স্পষ্ট ব্যথাতুর
নীড়ভাঙ্গা উপকুলী বসতির মতো ছুটছিলো
ইতিউতি চাহনিতে সংশয় অবিশ্বাস নিয়ে
পৃথিবীর মানচিত্রে স্বস্তির খবর প্রত্যাশায়–
ভীত প্রাণ মানুষেরা ইদিক সেদিক রুদ্ধশ্বাসে।
এমনি দুর্যোগ ক্ষণে একজন মর্দে মুজাহিদ
জীবনের আকাংখিত শুভদিন নির্ধারণ করে
মেহেদীর রঙ দিয়ে রাঙিয়ে প্রত্যয়ী দু'টি হাত
পরস্পর অঙ্গীকারে জমালেন দূর পথ পাড়ি।
আর আমি দূরাঞ্চলে, বসে, আন্তরিক অনুভবে
প্রভুর কৃতজ্ঞ বান্দা শোকরিয়া জানালাম শত,
যেহেতু জেনেছি আমি, শাশ্বতের পথযাত্রীদের
দুর্যোগের মাঝে স্থিত জীবনের শুভদিনগুলো।

www.pathagar.com

নিজস্ব ভাষা

হৃদয়ে পাখনা থাকে, না জানি কোন সে বায়ু তোড়ে
একাই উড়াল দেয়, শেষতক শূন্যতার মাঝে;
দূর থেকে আবাহন স্বপ্নদীর্ণ কপট সমাজে,
আর তা ফেরে না তারা, ডাকি তবু বেদনার্ত স্বরেঃ
কাছে আয় কাছে আয়-একান্তে নিজস্ব বিয়াবানে,
কি হবে অযথা খুঁজে বেদনার অন্তর্হিত লোকে
যেখানে পরম সত্য ঘুমিয়ে যে দুঃখে আর শোকে
সেখানেই ইষ্টাপূর্তি অলৌকিক সুখভার আনে।

এমন যে ডাকাডাকি, দিনরাত, দেয় না জবাব
সমস্ত নীরব রয় নিরুত্তর ছবির মতন
একটি নদীও যেনো গতিহীন, ভুলে শোক তাপ
শব্দহীন ঝর্ণা আর কম্পমান ধরিত্রী তখন
স্তব্ধতার কানে কানে কথা কয় বৃক্ষের স্বভাব
সে কথা বুঝে না কেউ-বুঝে শুধু প্রেমিক স্বজন।

www.pathagar.com

কি সুন্দর দম্ভ!

আমি একটি পুষ্প বাগান গড়তে চেয়েছিলাম
যদিও আমি জানি ফুলের বাগান গড়া খুবই ব্যয় বহুল
মধ্যবিত্তের ঘোড়া রোগ বলে উপহাস প্রচলিত ইদানিং
কেননা ফুলের বাগান গড়ার বাতিক বিত্তবানদের মাঝেই প্রিয়
চিত্তের রিক্ততা ঢাকার সমূহ আয়োজন করতে এরা
অকৃপণ বলে
ফলে দামী-অদামী দেশী-বিদেশী জাত-কমজাত বিচার
ব্যতিরেকে
সকল ফুলের সমারোহে অট্টালিকার বারান্দা
সুপ্রশস্থ লন কিংবা ছাদের উন্মুক্ত চত্বর শোভিত হয়,
কিন্তু কি করি, পুষ্প পিয়াসী মন সারাটি জীবন
একটি বাগান রচনার স্বপ্নে বিভোর ছিল,
তাই রঙিন সার্টিন কাপড়গুলো কারু হাতে ফুল হয়ে
ওঠতে দেখে
পুষ্প বাগানের সম্ভাবনায় দুর্দম এগিয়েছিলাম একটি বিশ্বাস
নিয়ে।

আমি একটি স্বতন্ত্র রাজ্যপাট চেয়েছিলাম,
যেখানে বস্তুর অনেক অপ্রাপ্তির মাঝেও
বোধের ভরাট পুষ্প সমাবেশ থাকবে
পাওয়া না পাওয়া দ্বন্দ্বমুক্ত এক কোলাহলহীন আঙিনা
আর সমুদ্দুরের বিশালতা হৃদয়ে হৃদয়ে বসবাস করবে,
আমি একটি সুন্দর সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম
শীতের মিষ্টি রোদের মতো চনমনে আমেজে ভরা,
নীল আকাশের মতো স্বচ্ছ এবং উদার,
আর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকির আনন্দ মিছিলের,
আমি একটি নতুন মানচিত্রের সন্ধানে ছিলাম
যে মানচিত্রের পলিমাটিতে জন্ম নেবে এক সবুজ প্রত্যাশা
নবজীবনের উল্লাস-তপ্ত জয়ধ্বনি.....

www.pathagar.com

অথচ কোথা হতে কি হলো,
'শান্তির ললিত বাণী' ব্যর্থ পরিহাস ছলে
অদম্য ঝড়ো বাতাসে সব তছনছ করে দিলো
যা চাইনি যা ভাবিনি কখনো,
মিথ্যা বিজয়ী হলো সত্যের ওপর
কেনো এমন হলো আমি তার কিছুই জানি না
শুধু জানি এক মস্তবড় অজগর ক্রমেই প্রসারিত হয়ে
একটি ব্যবধান রচনা করেছে আমাদের মাঝে,
আর এক নিষ্ঠুর শূন্যতা গভীরতা পাচ্ছে ক্রমাগত,
যে শুন্যতা আগেও ছিলো, তা ততোধিক গাঢ় হলো
রোদন ভরা যে গৃহকোণ ছিল, তা অশ্রুপাতে বন্যা হলো
যে রিক্ততা বর্ষার মতো আমাকে গ্রাস করছিল
তার উচ্ছাস আরো বেড়ে গেলো
এমনকি যেমনটি ছিলাম তেমনটিও আর থাকা হলো না,
একটি অশরীরী অস্তিত্ব নির্মম কুঠারাঘাতে
আমার স্বস্থি বস্তিকে দ্বিখন্ডিত তছনছ করে দিলো,
অথচ কি নিষ্ঠুর পার্থিব রীতিনীতি!
জনান্তিকে রটনা হলো আমিই দুর্মদ পাশব পুরুষ
আমাকে হৃদয় হন্তারক সনাক্ত করে আয়োজন করা হলো বিচারের
আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগহীন এক নির্বোধ পারিষদ
আমাকে কঠিন সাজাতে ঝুলিয়ে দিতে নির্দেশ দিলো
না, ভুল বলা হলো, শুধু আমাকে নয়
আজিকার সমস্ত পুষ্প বিলাসী শরীরগুলোকেই।

www.pathagar.com

পরিবর্তন, নিজস্ব নিয়মে

প্রগলভ ছিলাম না, কখনো মুখর স্বভাবের
বরং নিজের মাঝে একান্তে নিজস্ব আলাপনে
আমার সময় কাটে, পরিচিতি ছিল জনে জনে
মিতভাষী নিরুত্তাপ কখনো বা বেপরোয়া ঢের।
অথচ কখন কি যে এমন রটনা রটে গেলো
ইদানিং কথা বলি বড় বেশী পাখির সমান
হেসে উঠি যত্রতত্র থাকে না সময় কাল জ্ঞান
কথার তুবড়ি ছোটে নদীর মতন এলোমেলো।
কৃপণ স্বভাব ছিল বিমুক্ত করি নি কোন দিন
অথচ এখন আমি উন্মোচিত আমার দু'হাত
স্বোপার্জিত অর্থকড়ি উদার ছড়াই করি ঋণ
তাতেই আনন্দ পাই, কেটে যায় দিবস ও রাত
কারণ জানি না আমি, জানি শুধু এইতো সেদিন
তোমাকে দেখেছি নারী, লাজ রাঙা অস্পষ্ট হঠাৎ।

www.pathagar.com

স্মৃতি

যে সূর্য সুরমা পাড়ে কোন এক শীতার্ত আবেগে
লাজরাঙা হয়েছিল, লম্বমান ব্রীজের ওপর
মধ্যাহ্নের নীলিমায় তার দীপ্তি হয়েছে প্রখর
আমার সত্তার মাঝে তারি স্পর্শ ছুঁয়েছিল এসে।
নদী ও নারীর কাছে আমার তখন যাতায়াত,
হিসেব নিকেশ ছাড়া, যৌবনের সহজ নিয়মে;
সারাক্ষণ কল্পকথা, নিদাঘ দুপুর থাকে জমে
হৃদয়ের চিলেকোঠা, শূন্যতার হা-হুতাশ রাত।

একটি ফুটন্ত কলি চোখের তারায় নেচে নেচে
স্বপ্নের বাগান রচে তারি মাঝে ডুব দিতো একা
কখনো ঝরণা হয়ে আমাকে ভিজিয়ে দিয়ে যেচে
হৃদয়ের গিরিপথে স্তব্ধতার হতো যার দেখা
জীবনের মধ্য যামে সেই ছবি আজো আছে বেঁচে
শুধু নাই সেই পথ, জেগে আছে অস্পষ্ট সে রেখা।

www.pathagar.com

আজ তেমন যাত্রা

(মাসুমুর রহমান খলিলীকে)

যে তার হৃদয়টারে উপুড় করেই রেখে দিলো
'ছিকার' ওপর রাখা ঘষামাজা পাতিলের মতো
কেউই পেলো না খোঁজ-রাঁধলো না তাতে অন্ততঃ
জীবনের পূর্ণতর কোন দিন তপ্ত অনুভূতি।

বৃথা তার জন্ম নেয়া পৃথিবীর সংসার হাটে;
কেননা গভীরতর জীবনের আনন্দ প্রকাশ
ঘটেনি হৃদয়ে তার-পায়নি আল্লার নিয়ামত
যা তার হৃদয় মাঝে বিরাজিত আপন সৌষ্ঠবে!

আদম হাওয়া হতে অদ্যাবধি সকল মানব
একক বিধান পথে গতিশীল পূর্ণতার দিকে
আজিকে তেমন যাত্রা পরস্পর বিরূপ সংকটে
নিয়ত বিরোধিতায়, নিদারুণ অসহায় বড়!

তবুও নাবিক কেউ উত্তাল স্রোতের মাঝে স্থির
সাহসে সবল হাতে তরী বায় দক্ষিণের দিকে
দিগন্ত রেখার মাঝে গন্তব্যের দৃষ্টি ছুঁড়ে তীর
পৌঁছে যায় নিরন্তর সাফল্যের নবীন বন্দরে।

www.pathagar.com

কি কথা বলব বল হৃদয়ে বলার কিছু নেই
যা কিছু বলার ছিল আবেগের নদীতে অতল
উথাল পাথাল জলে অকূল পাথার অবিচল
বেপুথো হয়েছে সব, চেতনার হারিয়েছে খেই।
অথচ তোমাকে হায় বলার কত না কিছু থাকে!
মনিমুক্তো শব্দাবলী কম্পমান হৃদয়ের তলে
দর বিগলিত হয়ে গোপনে গোপনে কথা বলে
যে সব বিলীন হয়-রহস্য 'কোহেনেদা' ডাকে।

অথচ তুমিতো নও রাজসিক বর্ণাঢ্য কল্পিতা
শিল্পীত ও প্রতিরূপ রাজন্যে স্বপ্ন সুরসিকা
কিংবা ধরা ছোঁয়াতীত কল্পনায় আঁকা চিত্রগীতা
সপ্তম সুরের রাজ্যে বাঁধা এক অতি মানবিকা।
তবুও আমার কাছে তুমি যেন রহস্যের মিতা
যার দেহে লেখা আছে পুরুষের পরাজয় লিখা।

www.pathagar.com

কোন এক আমীরুল ইসলামকে

সবুজ টিলার ওপর আকাশের কাছাকাছি
পাখির ডানার সাথে জড়াজড়ি করে
নিবিড় বৃক্ষ-লতার মাঝে বসবাস
দরিয়ার বিশালতার কছে একটি জনপদ–
দক্ষিণ বাংলার খোলা তোরণ;
সেখানে কালো পথের পাশে
জীবনের ভীড় এড়িয়ে থাকে সে নীরবে
অনুচ্চ স্বভাব তার, নিরিবিলি;

শুনেছি কাঁচের দেয়ালের আড়ালে নিজেকে ঢেকে
আঙুলির নৃত্য ভঙ্গিমায় কড় কড়ে নোট গুণেই
জীবন জীবিকা তার,
শিল্পের সুষমা রহিত মুখর জীবন মাঝে
খাবি খাচ্ছে-বিশ শতকের যুবক সে,
চিতানো গ্রীবায় কিছু দায় নিয়ে;

তাতে কি! এখনো হৃদয় সবুজ নাকি!
গোলাপের ঘ্রাণে মাতাল হয় মন
এখনো সুকুমার আঙিনায় হাঁটে,
তবে বড় সাবধানী পায়ে, দেখে শুনে;

বিনয়ী সে বড়
চলনে বলনে নিভাঁজ পরিপাটি,
পতেঙ্গার ঝিনুকের মতো মিষ্টি হাসে
হৃদয়ের চাঁদ হতে ঢেলে দেয় সবটুকু জ্যোৎস্না
না, তাকে শুধু বিনয়ী বললে কৃপণতা হবে
বৃক্ষের স্বভাব বলে উপমায় নীরবতা ছোঁবে

www.pathagar.com

এমন কি নদীর সাথেও বড় বেমানান
একমাত্র সুর যার কোন নাম নেই-এক মোহনীয় শ্রুতি;
যদিও এ লোকালয়ে সাধারণ
চলমান জীবনের ভীড়ে ফিরে তাকানোর মতো
তেমন কোন উজজ্বলতা নেই তার,
তবু সে বিশিষ্টের মাঝে নিবিষ্ট মনোযোগ কাড়ে আমার!

কথা ছিল, সকল কাজে-অকাজের মাঝে দুজনে
শব্দের কারুকাজে হৃদয়ের তাপ বিনিময় রাখবো
অন্ততঃ ঋতু বিবর্তনের মাঝে অনুভব পালিয়ে যাবার আগেই,
হয় নি, তাই হৃদয়ের তলে তারি সন্তাপ জ্বলে;

জানি না জীবনের বেমক্কা গতির তোড়ে
কিভাবে রেখেছি ধরে আজো সেই পরাজিত বোধ,
কালের ঝড়ো হাওয়া থেকে বেঁচে যাওয়া
কুতুবদিয়ার মতো বিশ্বাসের বাতিঘর;
হুড়মুড় ভেঙ্গে পড়ার আগেই
আসুন, আমরা উদ্ধার আয়োজনে সচেষ্ট হই।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা ও মুক্তিকে খুঁজছি

একদিন খুব প্রত্যুষে একটি যুবক
উচ্চারণ করেছিল একটি শব্দ-স্বাধীনতা
যোজন যোজন কাল অতিক্রান্ত হলো
অজস্র রক্ত ঝরলো, কবর কবর হলো এ জমিন
তবু সে 'স্বাধীনতা' আর এলো না

এক বৃদ্ধ একদিন জীবন সায়াহ্নে অন্ধকার সন্ধ্যায়
উচ্চারণ করেছিল একটি শব্দ-মুক্তি
অন্ধকার আরো গাঢ় হলো
কালের গর্ভে হারালো কাল
কিন্তু সে 'মুক্তি' আর এলো না।

আমি স্বাধীনতা ও মুক্তি দু' যমজ বোনকে খুঁজছি।

www.pathagar.com

সংসদ ভবন দেখে

সংসদ ভবন দেখতে গেলাম
এমন নয় এই প্রথমবারের মতো দেখা
কিংবা নয় মফস্বল থেকে আসা
সুদৃশ্য ইমারত দেখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া বিহ্বল যুবক;
বরং সব বয়সের নারী-পুরুষ সকাল-সাঁঝে
স্ফীত দেহের মেদ কমাতে প্রতিদিন
ছুটে আসেন যারা এই গর্বিত চত্বরে
আমি তাদেরি একজন না হলেও,
আমাকেও প্রতিদিন ছুটতে হয় এ' বিশাল
রাজপথ ধরে রুটি-রুজির তাড়নায়,
কখনো ডানে কখনো বাঁয়ে চোখ রেখে
চকিত দেখে নিই তার শিল্প-সুকুমার
তাই প্রথম দেখার কোন অনুভব ছিল না,
ছিল না রাজনীতি বিশ্বাসের চোখ,
স্রেফ চলতি পথে শাদামাটা দাঁড়িয়ে গেলাম–
দেখলাম খুঁচিয়ে খুঁচিয়েই,

ক্ষয়িষ্ণু আইউব শাহীর অর্ধ গড়া নগর
চাঁদ তারা খচিত এ ইমারত নাকি
দক্ষিণ এশিয়ার এক দুর্লভ স্থাপত্য,
তৃতীয় বিশ্বের দেশ বাংলাদেশ
পৃথিবীর মানচিত্রে উজ্জ্বল বিন্দুর মতো যার অবস্থান
তারি সংসদ ভবন, জনতার অধিকার প্রতীক
দেশের ভাগ্য নির্মাণ কারখানা নাকি।
জন্মেই অচল বলে পরিগণিত,

www.pathagar.com

বিশ্ববিখ্যাত স্থপতি আপনাকে ধন্যবাদ!
নির্মাণ সমাপ্তির পর আপনি পরিদর্শনে এসেছিলেন
আপনার স্থাপত্যকীর্তি ঘুরে ঘুরে দেখার কালে
কুশলী চোখে কিছুই বাদ পড়েনি
দেখলেন এখানে সেখানে কিছু ফাটল–চির

জানি না দুঃখ পেলেন কিনা আপনি,
নির্মাণ কুশলতায় কোন ত্রুটি আপনাকে ব্যথা দিল কিনা জানি না
রসিকতা করে বলেছিলেন, বৃষ্টি প্রধান দেশে বৃষ্টির শীতলতা
একটু লাগতে দিন, বাঙালী মন তরতাজা থাকবে
জানি না আপনার মনে কি ছিল
আপনার স্থাপত্যের অযত্ন কিংবা ক্রিয়াহীনতা
আপনার হৃদয়ে কোন্ ভাবের উদয় হয়েছিল জানি না
তবে আপনার কথা ভেবে সেদিন আমার দুঃখ হলো
দুঃখ হলো দেখে সেই ফাটল হতে
চুঁইয়ে পড়া লোনা পানির দাগ দেখে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com